কুলতলি ড.বি.আর আম্বেদকর কলেজ

"বাংলা বিভাগ'– এর ছাত্র –ছাত্রী কর্তৃক প্রকাশিত

বার্ষিকসাহিত্য পত্রিকা

"প্রথমআলো"(এপ্রিল-২০২২থেকে মার্চ-২০২৩)

বিষয় : প্রকৃতি

চিত্র

শিল্পী গোষ্ঠ হালদার (পঞ্চম সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

স্বরচিত কবিতা :

"সবুজ"

জগন্নাথ মন্ডল (পঞ্চম সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

সবুজ মাঠ সবুজ প্রান্তর
সবুজ আছে বলেই পৃথিবী অবিনশ্বর,
সবুজ গাছ সবুজ ঘাস
সবুজ আছে বলেই আমরা নিচ্ছি প্রশ্বাস।
সবুজ প্রাণের প্রতীক সবুজ বড়ো মায়া
সবুজ গাছটি আছে বলেই দিচ্ছে আমাদের ছায়া,
সবুজ সুন্দর সবুজ অপরূপা
সবুজ আছে বলেই এত ফুলের শোভা।
যেদিকে তাকাই সেদিকে হাসে

সবুজ গাছেরা আছে বলেই পাখিরাতো আসে,
সবুজ অপূর্ব সবুজ তৃপ্তি
সবুজ আছে বলেই আমরা ক্ষুধা মেটাচ্ছি।
সবুজে আনন্দ সবুজে ভয়
সবুজ আছে বলেই কত জীবজন্তু
খুঁজে পায় তাদের আশ্রয়
রুখে দিচ্ছে কত সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়।

****

"শিউলি ফুল"

স্বাতী মন্ডল (প্রথম সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

জীবনের অসীম শূন্যতার গল্প গুছিয়ে দেবো
সাদা শিউলি ফুলের পাপড়ির উপর,
যেখানে মিশে থাকবে একটু ভালোবাসার ছোঁয়া
অভিমান সরিয়ে মিশে থাকবে অসীম শিউলি ফুলের গন্ধ।

নীল আকাশে ছড়িয়ে থাকে শিউলি ফুলের গন্ধ

রামধনু রাঙা সাতটি রঙের রয়েছে সমারোহ,
তোমারি রূপে ঝলমল করে সারা আকাশ
মুগ্ধ হয়ে নীরবে তাকিয়ে থাকি তোমার দিকে।
বোবার শব্দে নীরব কথোপকথন আটকে যায়

জীবনের অনেকটা সত্যিকারের গল্প,
তুমি যদি বাস্তবিক হাত বাড়াতে না চাও
ঢেকে যাক হৃদয়ের চাপা কান্নার অশ্রু।

কখনো আমি তোমাকে দেখিনি
চিনতাম নাও তোমাকে কোনদিন?
হঠাৎ করে বৃক্ষতলে ঝরে পড়লে আমারি সম্মুখে
হেঁসেছিলে তুমি, অনেক কৌতুহল নিয়ে আমারি দিকে।

তোমাকে দেখে সবাই ভালোবাসে, তবে আমি
তোমাকে হৃদয়ের গভীর থেকে একটু বেশি ভালোবেসেছি;
রাত পোহাতেই তুমি ছেড়ে চলে গেছো
তবুও তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা নিঃশেষ হতে দিইনি।

****

"জোনাকি"

রাকিব হোসেন মোল্লা (প্রথম সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

রাতের অন্ধকারে কোমল আলো দেয় জোনাকিরা
নেই কোনো উত্তাপ, সামান্য আলোয় রয়েছে শীতলতা
গ্রামের পথে; শহরের রাজপথের মতো নেই কোনো উজ্জ্বল আলো
জোনাকির যতৎসামান্য আলো গ্রামের রাস্তাঘাট ও নীলাভ আকাশকে
শহরের রাজপথের থেকেও, প্রকৃতিকে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলে।

গ্রামের ঐ পথ-ঘাটে আলো আঁধারি খেলাতে
জোনাকিরা আলো দিয়ে গ্রামকে ছায়ার মতো ঢেকে রাখে।
দিবসে তোমার আলো কেউ দেখতে পায় না
রাতের আঁধারে তোমার আলোয় আলোকিত হয়
গ্রামগঞ্জ,পথ-ঘাট, তোমারি সোহাগে আলোর ছটায়।

সবুজ শস্যখেতে রয়েছে তোমার-ই আলোর ছটা
প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলেছো জ্বলা-নেভার খেলাতে,
তুমি করে নিয়েছো প্রকৃতিকে আপনজন
অন্ধকারকে করে নিয়েছো একান্ত আপন।
পতঙ্গ হয়েও তোমার-ই রয়েছে নিজস্ব আলোক ধারা
কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তোমার জন্য নেই কোনো দয়া-মায়া,

তুমি ক্ষুদ্র পতঙ্গ বলেই টিপে মারে মানুষজন

বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে তুমি যে অমূল্য রতন।

****

স্বরচিত প্রবন্ধ লিখন :

শিরোনাম: "গঙ্গাসাগরমেলায় ভ্রমনের অভিজ্ঞতা

জগন্নাথ মন্ডল (পঞ্চম সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

ভ্রমন আমাদের বর্তমান জীবনের এমন একটি অংশ যাকে আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। ভ্রমন আমাদের মনের ক্লান্তি ও দুঃখে ভরে ওঠা মনকে পুনরায় কোনো এক যাদুকাঠির ছোঁয়ায় মনকে সতেজ করে তোলে। প্রত্যেক বছর আমরা আমাদের ব্যস্ত জীবন থেকে মুক্তি এবং শরীর ও মনকে সুস্থ রাখার জন্য কোথাও না কোথাও ছুটে যায়।

যেমন আমাদের এই বছরের ভ্রমণ যাত্রা স্থল ছিল গঙ্গাসাগর। তাই আমরা সপরিবারে চলে গেলাম ভ্রমনের উদ্দেশ্যে, গঙ্গাসাগর এর সেখানকার মনোরম দৃশ্য আমাদেরকে মুগ্ধকরে তোলে, যেমন ভোরের

জঙ্গলে পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ এবং সমুদ্র সৈকতের ঢেউয়ের কুলকুল শব্দের আওয়াজে আমাদের মনকে আনন্দে উৎফুল্ল করে তোলে, আবার ওখানকার মনোরম পরিবেশ আমাদের জীবনে শান্তি নিয়ে আসে। গঙ্গাসাগর এ সবচেয়ে বিখ্যাত স্থান হল কপিল মুনির মন্দির, সেখানে মানুষ মনের আশা আকাঙ্খা ও শ্রদ্ধার সাথে পূজা দিয়ে শান্তি পায় ।

সবশেষে বলা যেতে পারে যে গঙ্গাসাগর হল একটি তীর্থস্থান যেখানে গিয়ে মানুষ তার মনের অস্থিরতা, ক্লান্তি দূর করে মানসিক শান্তি নিয়ে ফিরে আসে।

**********-

স্বরচিত কবিতা:

" বিরহের বরষা"

জয়শ্রী মন্ডল(পঞ্চম সেমিস্টার, বাংলা অর্নাস)

ওগো মোর প্রিয় ঋতু
প্রিয়া তুমি বরষা।
তব আগমনে পূর্ণ করো
মোর শূন্য হৃদয়।
তব অবিরাম বরিষন ধারায়
মনে পরে প্রিয় বন্ধুর কথা।
ওগো প্রিয় বন্ধু মোর

তব বিরহে বিরহী মোর অন্তর।
পেতে চায় তব দর্শন
ওগো মেঘ বন্ধু আমার।
মোর প্রেম বার্তা প্রিয়রে

করোহে তুমি প্রেরন।
তব এ প্রেমের ঋণ
না সুধিব কোনো দিন।
কহো মোর প্রিয়োর সহিত।
তারে বিনা মোর এ জীবন,
আত্মাহীন দেহাতুল্য সম।
আজি এ বিরহী বর্ষায়
সহিতে পারিনা মোর প্রিয় বন্ধু বিরহ।
শুন হে মোর বিরহ বচন,
হে মেঘবর বরষার প্রিয় ধন।

****

শিল্পী মাসকুরা গাজী(তৃতীয় সেমিস্টার, বাংলা অর

শিল্পী অসিমা হালদার (পঞ্চম সেমিস্টার, বাংলা

************* সমাপ্ত **************